ইজিবাইক আটকানোর প্রতিবাদে দামুড়হুদায় মহাসড়ক অবরোধ, সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর প্রত্যাহার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ইজিবাইক আটক ও জরিমানা আদায়ের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ইজিবাইক চালকেরা।

রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা-দর্শনা মহাসড়কের দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ অবরোধ চলে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) আশ্বাসে সাড়ে চার ঘণ্টা পর অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন চালকেরা।

স্থানীয় সূত্র ও ইজিবাইক চালকদের অভিযোগ, চুয়াডাঙ্গা বাস মালিক সমিতির উদ্যোগে পুলিশের সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে দামুড়হুদার ফকিরপাড়া এলাকায় মহাসড়কে ব্যারিকেড দিয়ে দামুড়হুদা থেকে চুয়াডাঙ্গাগামী ইজিবাইকের চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। ওই এলাকায় ইজিবাইক থেকে যাত্রী নামিয়ে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ইজিবাইকে তুলে দেওয়া হয়।

চালকদের অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে ইজিবাইক আটক করে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় রাখা হয়। পরে প্রতিটি গাড়ির জন্য ২ হাজার ৬৫০ থেকে ২ হাজার ৮০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আদায় করে ছেড়ে দেওয়া হয়। গাড়ি আটকের পাশাপাশি কোনো কোনো সময় চালকদের মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তারা।

এসব ঘটনার প্রতিবাদে এবং ফকিরপাড়া এলাকায় দেওয়া ব্যারিকেড তুলে ইজিবাইক চলাচলের সুযোগ দেওয়ার দাবিতে রোববার সকালে বিক্ষোভ শুরু করেন চালকেরা। প্রথমে দামুড়হুদা মিনি স্টেডিয়াম মাঠে শতাধিক ইজিবাইক নিয়ে তারা জড়ো হন। পরে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় চুয়াডাঙ্গা-দর্শনা মহাসড়কে অবস্থান নেন।

এতে মহাসড়কের দুই পাশে প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকাজুড়ে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে। সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট। বন্ধ হয়ে যায় মহাসড়কে যান চলাচল।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, ফকিরপাড়া এলাকায় ইজিবাইক আটকানোর জন্য

দেওয়া ব্যারিকেড তুলে নিতে হবে এবং তাদের নির্বিঘ্নে চলাচলের সুযোগ দিতে হবে। একই সঙ্গে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার বাইরে ইজিবাইক চলাচল বন্ধ এবং মহাসড়কে চলাচলকারী লেগুনা বন্ধের দাবিও জানান তারা।

খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) প্রভাষ কুমার বসু, এসআই উত্তম ও এসআই প্রদীপ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। তবে দীর্ঘ সময় অবরোধ চলায় মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়নি।

পরে দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিন এবং দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু ঘটনাস্থলে গিয়ে ইজিবাইক চালকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তারা চালকদের আশ্বস্ত করে জানান, বিষয়টি জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যারিকেড তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রশাসনের আশ্বাসের পর ইজিবাইক চালকেরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। এরপর মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

অবরোধের কারণে রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্স, শিক্ষার্থীসহ সাধারণ যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন। দীর্ঘ সময় মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকায় চুয়াডাঙ্গা-দর্শনা সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

গাংনীর কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার

গাংনীতে ‘হলুদ সাংবাদিকতার’ বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুই কলেজ শিক্ষকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছেন উপজেলা কলেজ ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা অতিরিক্ত

দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়। এ সময় উপজেলা পরিষদ চত্বরে সমাবেশ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন শিক্ষক নেতারা।

সমাবেশে শিক্ষক নেতারা বলেন, বিভিন্ন সময় কাজিপুর কলেজে গিয়ে শিক্ষকদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা চাঁদা দাবি করে না পেয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করে ভিডিও ধারণ করা নাগরিক টিভির মেহেরপুর প্রতিনিধি রাব্বী আহাম্মেদ ও দৈনিক খবরের কাগজের মেহেরপুর প্রতিনিধি এসএম তারেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বক্তারা বলেন, শিক্ষকরা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার কারিগর। অথচ রাব্বী আহাম্মেদ ও এসএম তারেক আদালত প্রাঙ্গণে গিয়ে মাস্তানি কায়দায় দুই শিক্ষককে টেনে-হিঁচড়ে গ্রেপ্তার এবং হাতকড়া পরানোর ঘটনায় শিক্ষক সমাজ অপমানিত হয়েছে। তারা বলেন, আইন সবার জন্য সমান হলেও কোনো নাগরিককে অমানবিক বা অসম্মানজনকভাবে গ্রেপ্তার করার ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়।

ঘটনার সূত্রপাত গত ২৮ আগস্ট। গাংনী উপজেলার কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এ/বি.এস.এস পরীক্ষা চলছিল। শিক্ষক সমিতির দেওয়া স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়েছে, এ সময় দুই সাংবাদিক ছাত্র পরিচয়ে মুখে মাস্ক পরে ক্যামেরা ও মোবাইল ফোন নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করেন। তারা পরীক্ষার কক্ষে ভিডিও ধারণ করেন বলেও অভিযোগ করেন শিক্ষকরা।

এ সময় কলেজের দুই শিক্ষক—সহকারী অধ্যাপক (পদার্থবিজ্ঞান) মো. মনিরুজ্জামান বিপ্লব এবং সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি) মো. রফিকুজ্জামানের সঙ্গে ওই সাংবাদিকদের বাকবিতণ্ডা হয় বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষকদের দাবি, তারা কোনোভাবেই পরীক্ষায় নকলের পক্ষে নন। পরীক্ষাকেন্দ্রে নকলের কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে তারও তদন্ত ও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তবে সাংবাদিকদের কাছে এ ধরনের তথ্য থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে বিধি মেনে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করা উচিত ছিল বলে তারা মনে করেন। অনুমতি ছাড়া পরীক্ষাকক্ষে প্রবেশ ও ভিডিও ধারণের মাধ্যমে পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তাদের।

শিক্ষকরা বলেন, পরীক্ষা কক্ষের যেমন ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনি মারধরেরও ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। রাব্বী আহাম্মেদ ও এসএম তারেককে সেখানে মারধর বা মোবাইল কেড়ে নেওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি। কোনো কিছু কেড়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটলে তারা পরীক্ষার ভিডিও ফেসবুক বা বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশ করলেন কীভাবে?

এ ঘটনার পর গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। স্মারকলিপিতে মামলাটির নম্বর ৪৬ এবং তারিখ ২৮ আগস্ট ২০২৬ উল্লেখ করা হয়েছে। মামলায় দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩৭৯ ও ১১৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। এতে কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের ওই দুই শিক্ষকসহ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আসামি করা হয়েছে বলে শিক্ষক সমিতি জানিয়েছে।

মামলার পর অভিযুক্ত দুই শিক্ষক মেহেরপুর জেলা আদালতে জামিনের জন্য হাজির হন। শিক্ষক নেতাদের অভিযোগ, আদালত প্রাঙ্গণ থেকে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে এবং পরে হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যায়। এ ঘটনায় শিক্ষক সমাজের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে বলে সমাবেশে দাবি করা হয়।

শিক্ষক নেতারা বলেন, কোনো শিক্ষক অপরাধ করলে প্রচলিত আইনে তার বিচার হবে। কিন্তু একজন শিক্ষককে আদালত প্রাঙ্গণে যেভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা কোনোভাবেই পেশাগত মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তারা ঘটনার তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

স্মারকলিপিতে শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে পাঁচ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে—কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের দুই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার, পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণের পরিবেশ নিশ্চিত করা, পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ ও ভিডিও ধারণের অভিযোগ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা—ইউএনও, ট্যাগ অফিসার ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানের অনুমতি ছাড়া বহিরাগত সাংবাদিকদের পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ বন্ধে প্রশাসনিক নির্দেশনা জারি এবং শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

দাবি পূরণ না হলে আগামীতে কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে রাজপথে এর জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন শিক্ষক নেতারা।

পুলিশের উদ্দেশ্যে শিক্ষকরা বলেন, এখনো কিছু পুলিশ সদস্য

পুরোনো আচরণ থেকে বের হতে পারেনি—এমন অভিযোগ তুলে তাদের ‘মানুষ হওয়ার’ পরামর্শ দিয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা কলেজ ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ। একই সঙ্গে শিক্ষক নেতারা বলেছেন, যেসব পুলিশ সদস্য মিথ্যা মামলায় শিক্ষকদের চোর-ডাকাতের মতো গ্রেপ্তার করে হাতকড়া পরান, তারা যেন নিজেদের সন্তানদের কোনো শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করতে না পাঠান। কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার এবং ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত পুলিশের এক এসআইকে শাস্তির আওতায় আনারও দাবি জানিয়েছেন তারা।

শিক্ষক নেতারা বলেন, পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেমন জরুরি, তেমনি অনিয়মের তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও সাংবাদিকদের দায়িত্বশীল ও বিধিসম্মতভাবে কাজ করা প্রয়োজন। কোনো পক্ষ যেন আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়—এমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা দাবি করেন তারা।

সমাবেশ থেকে শিক্ষক নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তাদের দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা না হলে পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। বিশেষ করে মামলা প্রত্যাহার ও শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে প্রশাসনের কার্যকর উদ্যোগ না এলে তারা কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সৈয়দ জাকির হোসেন, কারিগরি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন, গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি জামাল হোসেন, গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু এবং সিএফএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আল হেলাল।

করমদী ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ও শিক্ষক নেতা আবু সাদাদ মো. সায়েম পল্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, জোতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খুরশিদা খানম, জুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল করিমসহ বিভিন্ন কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ।

[redacted]

[redacted]

শ্রমিকদের দাবির মধ্যে ছিল পরিবহন সংশ্লিষ্ট মালিকদের মতো শ্রমিকদেরও সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং শ্রমিক সংগঠনের নামে কুষ্টিয়া-খুলনা রুটে একটি বাস চলাচলের অনুমোদন।

মেহেরপুর সদর ইউএনও খায়রুল ইসলাম প্রত্যাহার

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খায়রুল ইসলাম কে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. বরমান হোসেন স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানা গেছে। তাঁকে প্রত্যাহার করে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার হিসেবে যোগদান করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

মেহেরপুরে এনসিপি প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে মেহেরপুর-১ আসনে এনসিপি প্রার্থী ইঞ্জি. সোহেল রানা তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন। এর ফলে মেহেরপুর-১ আসনে ৪ জন এবং মেহেরপুর-২ আসনে ৩ জন চূড়ান্ত প্রার্থী থাকলেন।

মঙ্গলবার বিকেলে এনসিপি প্রার্থীর পক্ষে এনসিপি সদস্য হাসনাত জামান সৈকতের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীরের হাতে প্রত্যাহারের আবেদন তুলে দেন।

এর ফলে মেহেরপুর-১ আসনের চূড়ান্ত প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুণ, জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন আহমেদ, জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল হামিদ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান।

মেহেরপুর-২ আসনের চূড়ান্ত প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী মো. আমজাদ হোসেন, জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকি।

রেস্ট হাউসে ধরাপড়া মহেশপুর থানার সেই ওসি প্রত্যাহার

স্ত্রী পরিচয়ে এক নারীকে নিয়ে যশোর পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) রেস্ট হাউসে অবস্থান, পরে ছাত্রদল নেতাদের হাতে ধরা পড়ার ঘটনায় ঝিনাইদহের মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ।

প্রত্যক্ষ দর্শীদের নিকট থেকে জানা যায়, গত ৩০ জুন সন্ধ্যায় যশোর পাউবোর পুরাতন রেস্ট হাউসের ‘কপোতাক্ষ’ কক্ষে ওঠেন ওসি সাইফুল ইসলাম। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে এক নারীকে সঙ্গে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন তিনি। খবর পেয়ে জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম হাসান সনি দলবল নিয়ে সেখানে যান। রেস্ট হাউসের দরজায় ধাক্কাধাক্কির এক পর্যায়ে ওসি সাইফুল বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করলে ছাত্রদল নেতারা তাকে টেনেহিঁচড়ে আবার কক্ষে নিয়ে যান। এ সময় সেখানে বাকবিতন্ডা, ধস্তাধস্তি ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। এর পরপরই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ওসি সাইফুল ইসলামকে তাৎক্ষণিক প্রত্যাহার করা হয়।

রেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার মিজানুর রহমান জানান, ‘ওসি সাইফুল নিজেই

এসে স্ত্রী পরিচয়ে এক নারীকে নিয়ে কক্ষ নেন। পরে কিছু লোক এসে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেন এবং ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে।

তবে ওসি সাইফুল ইসলাম দাবি করেন, কোনো অনৈতিক কিছু ঘটেনি। তিনি ব্যক্তিগত কাজে যশোরে এসেছিলেন এবং নারী বন্ধুটিকে সঙ্গে নিয়ে রেস্ট হাউসে অবস্থান করছিলেন। তার ভাষায়, ‘কিছু ছাত্রনেতা এসে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলে চলে যান।’ ঘটনাটি ‘অপপ্রচার’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, তার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার চেষ্টা চলছে।

এ ঘটনায় মহেশপুরসহ পুরো জেলাজুড়ে চলছে নানা গুঞ্জন। পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, বিষয়টি তদন্ত করে দায়ী হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) ইমরান জাকারিয়া বলেন, ‘ঘটনার পরপরই গত রোববার রাতে ওসি সাইফুল ইসলামকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে ভ্যাট ও সম্পুরক শুল্ক প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

বর্ধিত ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কর্মসুচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ হোটেল রেস্তোঁরা মালিক সমিতি’র আয়োজনে ঝিনাইদহ জেলা শাখা এই মানববন্ধন কর্মসুচি পালন করে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে ঝিনাইদহ জেলার আড়াই’শ হোটেল, রেস্তোঁরা, মিষ্টির দোকান ও ফাস্টফুডের দোকানের মালিক ও কর্মচারীরা অংশ গ্রহণ করেন।

মানববন্ধন শেষে এক প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ জেলা রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি’র সভাপতি আবিদুর রহমান লালু, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, সৈয়দ আলী, এ কে আজাদ, সুব্রত ঘোষ, নাসির উদ্দীন, মেহেদী হাসান ও নিতাই ঘোষ প্রমুখ। বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে মানুষের আয় রোজগার কমে গিয়েছে। ফলে হোটেল রেস্তোঁরাই আগের মতো ব্যবসা নেই। তার উপর নতুন প্রস্তাবিত বর্ধিত ১৫% ভ্যাট ও ১০% সম্পূরক শুল্ক ব্যবসায়ীদের জন্য চাপ সৃষ্টি করবে। ব্যবসায়ীরা হুশিয়ার উচ্চারণ করে বলেন, বর্ধিত ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার না করলে তারা ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে।

জিএম কাদেরের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে জাপা’র মানববন্ধন

গাংনীতে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান (এরশাদ) চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের বিরুদ্ধে সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২২ নভেম্বর) বিকালে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী বাসস্ট্যান্ডে মানববন্ধনের আয়াজেন করে গাংনী উপজেলা জাতীয় পার্টি (এরশাদ)।

মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি বাবলুর রহমান ও অন্যতম নেতা কিতাব আলী বিএসসি।এসময় পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে মিথ্যা হত্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

গরুর শিংয়ের আঘাতে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর ঘটনায় হত্যা মামলা দিয়ে হয়রানির অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছে এক ভুক্তভোগী পরিবার।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে করে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফতেপুর ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান।

এসময় তিনি বলেন, দেড় বছর আগে মহেশপুর উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামের গরু ব্যবসায়ী সুলতান গরুর শিংয়ের আঘাতে আহত হয়। এরপর থেকে সে বিভিন্ন সময় চিকিৎসা নিয়ে আসছিল।

গত ৬ জুন পুরন্দরপুর গ্রামের হালিমা খাতুনের বাড়িতে সুলতান ও হালিমাকে আপত্তিকর অবস্থায় আটক করে তার দুই ছেলে রহিম ও রাসেল।

রাতে ওই ওয়ার্ডের মেম্বর মিজানুর রহমান ও পাশের ওয়ার্ডের মেম্বর আরিফুর রহমানসহ সুলতানের ভাই ফরিদ হোসেনের উপস্থিতিতে সুলতান ও হালিমার বিয়ে হয়।

সকালে হালিমাকে নিয়ে সুলতান তার বাড়িতে গেলে বাড়ির লোকজন বাড়িতে ঢুকতে না দিলে ঢাকায় চলে যায়। সেখানে ১৩ দিন থাকার পর সুলতানের ভাই ফরিদ ও তার পরিবারের লোকজন মেনে নেওয়ার আশ^◌াসে গ্রামে ডেকে আনে।

সেখানে মারধর করে তাদের জোর করে তালাক দেওয়া হয়। ঘটনার কয়েকদিন পর অসুস্থ হলে গত ২৪ জুলাই যশোরে ভর্তি করা হয় সুলতানকে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চলতি মাসের ৩ তারিখে মারা যায়।

এ ঘটনাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে প্রতিপক্ষরা হত্যা মামলা দায়ের করেছে। এতে নির্দোষ ব্যক্তিদের আসামী করা হয়েছে।

সুলতান অভিযোগ করে বলেন, সুলতানের লাশ বাড়িতে আনলে শুরু হয় রাজনীতি। ওই এলাকার চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, পুলিশ হত্যা চেষ্টা

মামলার আসামী জাহাঙ্গীর আমার ভাই মিজানুরের কাছে নির্বাচনে হেরে এটিকে হত্যা মামলা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে নির্দোষ ব্যক্তিদের হয়রানি বন্ধের পাশাপাশি মামলা প্রত্যহারের দাবী জানান তারা।